দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 28 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

৬

Rep001

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বইয়ে ভুল!

সৌভাগ্যক্রমে আমি পরিণত বয়সে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামে ৫ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী এবং আমার প্রিয় বিষয় ভূগোল ও পরিবেশ হওয়াতে ইতোপূর্বে এই বইয়ের অনেক ভুল আমার চোখে ধরা পড়েন। এখন দেখছি ৫ম সেমিস্টারের ভূগোল ও পরিবেশ-৪ বইটির প্রথম পাতায় ৭ম লাইনেই বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ৪৪ ডিগ্রি-০১ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশে লেখা হয়েছে যা শুদ্ধ হবে ৮৮ ডিগ্রী ০১ মিঃ। পাঠ ১.১ এর পৃষ্ঠা-২ এর শেষের দিকেও একই ভুল লেখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এক ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশের সমান ৬০ মিনিট বা ৬০ নটিক্যাল মাইল। অর্থাৎ প্রতি ১ মিনিটে ১ নটিক্যাল মাইল আর ১ নটিক্যাল মাইল সমান ১.৮৫ কিঃমিঃ। সুতরাং ৮৮ ডিগ্রীর স্থলে ৪৪ ডিগ্রী ছাপা হওয়াতে বাংলাদেশের প্রস্থ প্রায় ২৬৪০ নটিক্যাল মাইল বেড়ে যাচ্ছে। দেশের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২০-৩৪´ হতে ২৬ -৩৮´ উত্তর অক্ষাংশে= ৩৬৪ নটিক্যাল মাইল = ৬৭৩ কিঃ মিঃ সুতরাং দেশের প্রস্থ ৯২-৪১´ হতে ৮৮- -০১´ - ২৮০ নটিক্যাল মাইল বা ৫১৮ কিঃমিঃ বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বইতে লেখা উচিত ছিল বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। উক্ত বইয়ের ইউনিট-২, পৃষ্ঠা-২৯-এর প্রথম লাইনেই বাংলাদেশে মোট নদ-নদীর সংখ্যা প্রায় ১০০০ মতান্তরে ৭০০টি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২০০৪ সালে প্রণীত "বাংলাদেশের নদ-নদী" নামক গবেষণামূলক গ্রন্থে মোট নদ-নদীর সংখ্যা ৩১০টি উল্লেখ রয়েছে এবং এগুলোর বিস্তারিত বিবরণও দেয়া আছে। অপরদিকে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) নদী গবেষণামূলক গ্রন্থ RIVER MILEAGE TABLE OF BANGLADESH 1975 যা ১৯৬২-১৯৬৭ পর্যন্ত নেদারল্যান্ডের পানি বিশেষজ্ঞসহ ব্যাপক নদী জরীপের পর প্রণীত এবং এতে মোট নদ-নদীর সংখ্যা ২৩০টি উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং ৭০০ বা ১০০০টি নদী হওয়া কোন অবস্থায়ই সম্ভব নয়। তবে ছোট ছোট খাল-বিলসহ হিসাব করলে হয়ত বা এ সংখ্যাটি ৩১০-এর বেশি হতে পারে। এ ব্যাপারে উক্ত বইতে বিস্তারিত তথ্য সংবেশিত করা অপরিহার্য ছিল বা এখনও অন্যান্য পাঠ্য বইতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত প্রায় ৩৪ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও গবেষণালব্ধ গ্রন্থ "বাংলাদেশের নদী-নৌপথ নাব্যতা এবং নাবিকের অতীত ও বর্তমান" নামক গ্রন্থে বিস্তারিত তথ্যাবলী উল্লেখ করা হয়েছে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত বইয়ের ৩৩ পাতার ২য় লাইনে পশুর/রূপসা নদীর নাম পরিবর্তন করে বগচিবাচা (কাজিবাচা) নাম ধারণ করেছে উল্লেখ আছে যা হবে কাজিবাচা নদী। তা ছাড়া ৩৯ পাতার ১২ লাইনে গঙ্গা-পদ্মা নদীর সর্বোচ্চ পানি তলের পরিমাণ ৪৮ ফুট এবং সর্বনিম্ন ১৮৯ ফুট উল্লেখ রয়েছে। যা হবে সর্বোচ্চ ১৮৯ ফুট এবং সর্বনিম্ন ৪৮ ফুট। এ ধরনের ভুলগুলো পরবর্তীতে সংশোধন করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

মোঃ এমদাদুল হক (বাদশা)
গ্রাম চরকুমারীয়া, পোঃ জগতপুর
থানা-তিতাশ, কুমিল্লা।